চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পত্র-পত্রিকা

পত্র-পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বাধীন ও সৃজনশীল ভাবনার প্রতিফলন। সাহিত্যপত্র যেমন কবি-লেখকদের সৃষ্টিময় মননের বিন্যাসে কলেবর ধারণ করে, সংবাদপত্র তেমন জানা-অজানার সংস্করণ নিয়ে পাঠকদের কাছে উদ্ভাসিত হয়।

টাঙন অববাহিকা অঞ্চল তফশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত পিছিয়ে-পড়া জনপদ হলেও এখান থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম নয়। এ পর্যন্ত তিন ডজনেরও বেশি পত্র-পত্রিকা এই চত্বর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান যে কোনও প্রগতিশীল জনপদকে ঈর্ষান্বিত করতে পারে। তবে এখানকার বেশির ভাগ পত্র-পত্রিকাই অনিয়মিত। অধিকাংশ সাহিত্যপত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সাহিত্যপত্র :

টাঙনকে কেন্দ্র করেই অন্তত পাঁচটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'টাঙনের ঢেউ' প্রাচীনতম। ১৯৭৪ -এর মার্চে দীপেন্দ্রনাথ বর্মন ও বিনয় প্রামাণিকের সম্পাদনায় বামনগোলা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যপত্রিকাটি প্রকাশের পেছনে হিমাংশুকুমার ঝা, ভূলোকেশ্বর সরকার, সোমেশ সিদ্ধান্ত, চিন্তাহরণ বিশ্বাস, ভূপেন্দ্রনাথ বর্মন, সমীরণ রায়, দীপ্তিময়

সরকার, অচিন্ত্যকুমার রায়, রামনারায়ণ ভকত, হরেশ মণ্ডল, সুদাম বর্মন, সুনীলেশকুমার সিন্‌হা, শচীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। বিমল সরকার, সবুজ বসু, শম্ভুনাথ সাহা প্রমুখের গল্প-কবিতা পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশে উদ্যামের অভাব না-থাকলেও দ্বিতীয় বার পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়নি।

রাজ্যেশ্বর বিশ্বাস সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'তরঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ। পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা লোককবি দেবেন্দ্রনাথ বর্মনকে ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রধান শিক্ষক সুনীলেশকুমার লালাকে উৎসর্গ করা হয়। ত্রৈমাসিক বলা হলেও পত্রিকাটির প্রকাশ বেশ অনিয়মিত। অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় তরঙ্গের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৭ জানুয়ারি ২০০৩-এ। দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয় ছাপা হয় মলাটের প্রথম পাতায়। এটি একটি অভিনব আঙ্গিক। ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের পাশাপাশি সাঁওতালি ভাষায় লেখা কবিতা এই পত্রিকার বিশেষ সংযোজন।

হরিপদ বিশ্বাসের সম্পাদিত 'টাঙনের কল্লোল' (দাল্লা থেকে প্রকাশিত), বিনয় প্রামাণিক সম্পাদিত 'টাঙন' (পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত) ও শম্ভুনাথ সাহা সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা 'ত্রিস্রোতা' (১৯৭২-৭৩) টাঙনকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্র। এখন আর এগুলি প্রকাশিত হয় না।

আশির দশকের শেষে প্রকাশনার তারিখবিহীন 'অর্ঘ্য' নামে একটি সাহিত্যপত্র বুলবুলচণ্ডী থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মূলত ২২ জন কবির কবিতা-সংকলন। সম্পাদনা করেছেন ষষ্ঠীচরণ সরকার ও অমরেশ হালদার। সুজিত সরকার, প্রবাল লালা, রবীন্দ্রনাথ তরফদার, প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতা এতে মুদ্রিত হয়েছে।

১৪০১ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমীতে 'দীপশিখা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। নালাগোলা থেকে কনককান্তি পালের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ১৪০৪-এর শারদসংখ্যায় রহিমুদ্দিন মিঞার গল্প ও সুভাষ ধর, তপনকুমার দাস, যদুপতি তালুকদার প্রমুখের কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। এই সংখ্যায় 'স্বাধীনতা ৫০' শিরোনামে দু'জন কবির দুটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে সম্পাদিত 'কল্পতরু' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬-এ। পত্রিকাটিতে কবিতা, ছড়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়। তবে বাইরের লেখক-কবিদের লেখাই বেশি। মধ্যম কেন্দুয়া থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত 'কোজাগরী' একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যপত্র। দশ বছর ধরে এই পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করছেন বিনয়কৃষ্ণ বোস। তাঁর সম্পাদকমণ্ডলীতে শম্ভুনাথ সাহা, অজিত বিশ্বাস, অবনীভূষণ মণ্ডল, বিদ্যুৎ দাস, অনুকূল বিশ্বাস, সমীররঞ্জন বিশ্বাস, ফরিদ হোসেন, ফিরোজ সরকার মুন্না প্রমুখ

যুক্ত আছেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, কৌতুক, নাটিকা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি প্রকাশিত হয় এতে। পত্রিকাটিতে যথেষ্টই যত্নের ছাপ আছে। গ্রামীণ হলেও দক্ষিণবঙ্গের শহুরে পত্রিকাগুলির নিরিখে 'কোজাগরী' কোনও অংশে কম নয়। 'কোজাগরী' ২০০৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে মানবধর্মের প্রতি জোর দিয়ে সারা বিশ্বে দ্বিদলীয় সমাজব্যবস্থা প্রত্যাশা করা হয়েছে। (পৃ.২)

স্থানীয় কবিদের নিয়ে বিনয়বাবু গড়ে তুলেছেন 'কোজাগরী সাহিত্য পরিষদ'। পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর কোজাগরী পূর্ণিমার পরের রাতে স্থানীয় ও আমন্ত্রিত কবিদের নিয়ে সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে 'কোজাগরী সাহিত্য উৎসব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সারা রাতব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে। ২০০০ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে এই উৎসব চলছে।

ফিরোজ সরকার মুন্নার 'মেঠো কবিতার কালপত্র' ও 'মেঠো ধূলি' সাময়িক পত্র-দুটিতে বেশ কিছু প্রতিবাদী কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। আদি রসাশ্রয়ী ভাবনা নিয়ে লেখা কবিতা 'বউকে নিয়ে জঙ্গলে', 'প্রিয়াঙ্কা গান্ধী', 'মরণ' এতে ঠাঁই পেয়েছে। টাঙন নদীও কবিতায় প্রসঙ্গায়িত হয়েছে। ওলন্দর থেকে প্রকাশিত মেঠো কবিতার কালপত্রের প্রকাশক রাধেশ্যাম বর্মন। ফিরোজের আর একটি সাময়িক পত্র 'পিয়াসা, তোমাকে'- তে পনেরটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। ২০০১-এ রাধেশ্যামবাবুই এটি প্রকাশ করেন।

লিপি সরকারের 'নূরজাহান' (নওপাড়া, ২০০২), রাধেশ্যাম বর্মন সম্পাদিত দেয়ালপত্রিকা 'জবানী' (ওলন্দর, ১৯৯০) ও প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী সম্পাদিত 'প্রগতি' (ঋষিপুর, ১৯৫৪) কিছুদিন জ্বলেই নিভে গেছে। অরুণ বালা সম্পাদিত দেয়ালপত্রিকা 'নবারুণ' (নালাগোলা, ১৯৭৮) ও সাহিত্যপত্রিকা 'অঙ্কুর' (নালাগোলা, ১৯৮৫) প্রকাশের পরেই বন্ধ হয়ে যায়। আইহোর সৃজনী গ্রন্থাগারে ১৯৫৮ সালে দু-বার দেয়ালপত্রিকা 'সৃজনী' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গ্রন্থাগারে সাহিত্যবাসর বসত।

রবীন্দ্রনাথ তরফদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাহিত্য শরণি' ১৯৮৮ থেকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত। বুলবুলচণ্ডীর কেন্দুয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সুজিত সরকার ও অমরেশ হালদার এই সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করতেন। পরে তাঁরাই বুলবুলচণ্ডীর 'রঙ্গম গোষ্ঠী'র পক্ষ থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেন। স্থানীয় নিউ সরকার প্রেস থেকে 'সাহিত্য শরণি' মুদ্রিত হত। সাহিত্যপত্রিকা হলেও নিয়মিত বিজ্ঞাপনের অভাব হত না। গ্রামীণ জনপদে পুরোপুরি ভাবে সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা একটানা চালানোর কৃতিত্ব বুলবুলচণ্ডীর এই পত্রিকারই প্রাপ্য।

মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পাঞ্চজন্য' গাজোলের প্রাচীনতম সাহিত্যপত্র। ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে কয়েকটি সংখ্যা বেরনোর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে ১৯৯৭-এ রফিকুল হক ও অনিমেষ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'উত্তরণ সাহিত্য'। এটিও গাজোল থেকে প্রকাশিত।

সূচনা সংখ্যায় গল্প, ছড়া ও কবিতা ছাড়াও পুর্ণেন্দু পত্রী স্মরণে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন পবিত্র কুণ্ডু। পরের বছর এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ৪৭ জন কবির কবিতা মুদ্রিত হয়। এর পর আর পত্রিকাটির কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। কোনও উপলক্ষকে কেন্দ্র করে গাজোল থেকে 'সাহিত্যসঙ্গ' নামে একটি পুস্তিকা-পত্র কখনও কখনও প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯-এ পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। আগে অনিমেষ দাস সম্পাদনা করতেন। এখন সম্পাদনা করেন জীবনকুমার সরকার।

গাজোল থেকে প্রকাশিত 'ফজলি'র পথ চলা শুরু হয় ১৪০৬ বঙ্গাব্দ থেকে। ছোটোদের উপযোগী ছড়া, কবিতা ও গল্পের সমাহারে সমৃদ্ধ এই সাহিত্যপত্রের সম্পাদক নির্মলেন্দু শাখারু। প্রতি বছর দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গ্রীষ্মসংখ্যা ও শারদসংখ্যা। পত্রিকাটির কার্যনির্বাহী সমিতিতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক, অধ্যাপক ও সাহিত্যিক যুক্ত আছেন।

বিষ্ণুপদ মণ্ডল ও মনোরঞ্জন কর্মকার সম্পাদিত 'যাদুসোনা' প্রকাশিত হচ্ছে ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে। ষান্মাসিক এই পত্রিকাটি মূলত শিশু-কিশোরদের উপযোগী ছড়ায় সমৃদ্ধ। গাজোলের শঙ্করপুর থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

টাঙন-তীরের জনপদে অনিয়মিত হলেও এতগুলি সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন নামজাদা পত্রিকায় লেখেন। এখানকার কয়েকজন কবি কলকাতার প্রথম সারির কবিদের সঙ্গে

'কবিকণ্ঠে কবিতা শীর্ষক' কমপ্যাক্ট ডিস্কে (প্রকাশনা: সৌহার্দ্য ইন্টারন্যশনাল, কলকাতা) ছড়া-কবিতা রেকর্ড করেছেন। বরিন্দের লেখকদের সাহিত্যপত্র প্রকাশের অব্যবসায়িক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাহিত্য-অঙ্কুরোদ্গমের পরিণত ফসল।

সংবাদপত্র :

সংবাদপত্র সমাজের আয়না। টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে এ পর্যন্ত ১২টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'বারিন্দবার্তা' এই এলাকার প্রাচীনতম সংবাদপত্র। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক থেকে পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু হয়। তবে এর প্রথম সংখ্যাটি 'নতুনের ডায়েরি' নামে প্রকাশ করেন সম্পাদক সেরাজুল ইসলাম। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে 'বারিন্দবার্তা' নামে পাক্ষিক হিসেবে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাটির প্রকাশের পিছনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন হুমায়ুন রেজা, গৌরাঙ্গদেব ভার্মা ও সে সময়ের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (গাজোল) প্রশান্ত দাস। গাজোল থেকে প্রকাশিত অত্যন্ত বলিষ্ঠ এই সংবাদপত্রটি মুদ্রিত হত গাজোলেরই মুক্তা প্রেস থেকে। বছর পাঁচেক পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৬-এ প্রতিষ্ঠিত হয় গাজোল প্রেস সার্কেল। সে বছর থেকেই নিয়মিত ভাবে প্রেস সার্কেলের পক্ষ থেকে পাক্ষিক পত্রিকা 'গাজোলিকা' প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পান সেরাজুল ইসলাম ও গৌরাঙ্গদেব ভার্মা। প্রকাশক শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা। বরিন্দ অঞ্চলে সাড়া

ফেলে দেওয়া এই সংবাদপত্র এখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে অফসেটে ছাপিয়ে আনা এই এলাকার প্রথম সংবাদপত্র 'গাজোলিকা'।

২০০১ থেকে 'অন্তরঙ্গ আলাপন' নামে একটি সংবাদপত্র গাজোলের সরকারপাড়া থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটিতে সংবাদ ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ অনেকটা জায়গা জুড়ে ছাপানো হয়। পত্রিকাটি মাসিক।

১০ অক্টোবর ২০০২ থেকে পাক্ষিক সংবাদপত্র 'বিশেষবার্তার' আত্মপ্রকাশ। গাজোল থেকে সত্যনারায়ণদেব ভার্মার সম্পাদনায় এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হত। ভারত সরকারের পত্র-পত্রিকা নিবন্ধীকরণ দফতরে নিবন্ধীকরণের সময় পত্রিকাটির নাম বদলে 'সংবাদ দর্শন' হয়ে যায়। ১০ মার্চ ২০০৪ থেকে 'সংবাদ দর্শন' নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। প্রতি মাসের ১০ ও ২৫ তারিখে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে যথেষ্ট বিজ্ঞাপন থাকে। 'সংবাদ দর্শন'-ই এই এলাকার বলিষ্ঠতম সংবাদপত্র। পত্রিকাটির পুজো সংখ্যায় উন্নত মানের কিছু সাহিত্য মুদ্রিত হয়।

১৫ এপ্রিল ২০০৬-এ সেরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় পাক্ষিক সংবাদপত্র 'নবযুগ উত্তরবাংলা' গাজোল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। কয়েকটি সংখ্যা বেরনোর পর তা বন্ধ হয়ে যায়। সত্যেন সরকার সম্পাদিত খেলাধুলার

খবর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'মাঠে-ময়দানে'। গাজোল থেকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হত। দুটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেছে।

'বরিন্দবার্তা' নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র ২৩ নভেম্বর ২০০৯ থেকে গৌতম দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। গাজোল থেকে প্রকাশিত এই সংবাদপত্র নবীনতম।

বামনগোলার বারো মাইল থেকে 'জিজ্ঞাসা' নামে একটি বহুমুখী মাসিক পত্রিকা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অতুলকুমার মণ্ডলের সম্পাদনায় ১ আগস্ট ২০০২-এ পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। পত্রিকাটির প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই সংবাদ ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও আলোচনা মুদ্রিত হয়। তবে এই পত্রিকাটির সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ১ মার্চ। সম্পাদকের এই দাবির নিরিখে পত্রিকাটির বয়স ৫২ বছর।

হবিবপুর ও পাকুয়া ব্লকের সাহিত্যিকদের নিয়ে 'কোজাগরী সাহিত্য পরিষদ' গঠিত হয়েছে। দুটি সাহিত্য পত্রিকার পাশাপাশি এই পরিষদ 'সংবাদ কোজাগরী' নামে একটি সংবাদপত্র বের করে। পত্রিকাটিকে পরিষদের মাসিক মুখপত্র বলা হলেও এলাকার সাম্প্রতিক খবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হয়। বিনয় বোস সম্পাদিত এই পত্রিকায় কবিতা ও চাষিদের উৎসাহ দানের জন্য নিবন্ধও মুদ্রিত হয়। ২০০৯-এর ১৫ মে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ।

'উত্তরাপথ' এই এলাকার মহিলা-সম্পাদিত একমাত্র সংবাদপত্র। ২০০৩-এর ১ জুন থেকে গার্গী আগরওয়ালার সম্পাদনায় পুরাতন মালদহের মঙ্গলবাড়ি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। তবে এখন তা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৭৩-এ পাকুয়াহাটের দীপেন্দ্রনাথ বর্মন, 'সীমান্ত' নামে একটি দেওয়ালপত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে সাহিত্য ছাড়াও কিছু স্থানীয় সংবাদ লিখিত হয়েছিল।

অবহেলিত হলেও এ রাজ্যের সংবাদক্ষেত্রে বরিন্দের ব্লকগুলি, বিশেষ করে গাজোল ব্লকের ভূমিকা যথেষ্ট। মহকুমা বা পুরসভা গঠিত না হলেও গাজোলকে সংবাদমাধ্যমগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই এখানে বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমের সাংবাদিকের প্রাচুর্য। সংবাদ প্রশিক্ষণের জন্য এখানে কলকাতা থেকে প্রশিক্ষক এনে শিবিরের আয়োজন করা হয়। 'সংবাদ দর্শন' পত্রিকা প্রতি বছর সংবাদকেন্দ্রিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে পত্রিকার সেরা লেখক, সেরা পত্রলেখক ও সেরা পাঠককে পুরস্কৃত করা হয়।

টাঙন-তীরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক মুখপত্র প্রকাশ করে। এতে নবীন সাহিত্যিকদের হাতে-খড়ি হয়। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান পত্রিকার মান বাড়ানোর জন্য অতিথি-লেখকদের রচনা মুদ্রণ করে। মুচিয়া,

আইহো, বুলবুলচণ্ডী, পাকুয়া, বামনগোলা, চাঁদাহার, গাজোল প্রভৃতি এলাকার কয়েকটি উচ্চ-বিদ্যালয়ের মুখপত্রের বহিরঙ্গের অলংকরণ আকর্ষণীয়। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে কারও কারও লেখার মান বেশ ভাল। চন্দ্রাবতী সাহা বিদ্যাপীঠ, গাজোল এইচ এন এম হাইস্কুল, পাকুয়াহাট এ এন এম হাইস্কুল, বুলবুলচণ্ডী গিরিজাসুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বামনগোলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রায় নিয়মিত বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজ ও গাজোল মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্রের কোনও কোনও লেখার মান যথেষ্ট উঁচু দরের।

অনেক সময় কোনও উৎসব বা বিশেষ কোনও বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এসব এলাকার কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান স্মরণিকা বা মুখপত্র প্রকাশ করে। সাহিত্যের বিস্তৃতিতে বরিন্দের এইসব মুখপত্র বা স্মরণিকার অংশীদারিত্ব যথেষ্ট। গাজোল ব্লক ইউথ পার্লামেন্টারি কমিটি ২০০৭-এর ৬ জুন 'বরেন্দ্র' নামে একটি উন্নত মানের মুখপত্র প্রকাশ করেছে। এটি সম্পাদনা করেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সেবানন্দ পণ্ডা।

পত্র-পত্রিকার উপর ভর করেই টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতি অনেকটা গতিশীল হয়েছে।

পত্র-পত্রিকার তালিকা

	সাহিত্যপত্র	সম্পাদক
১।	টাঙনের ঢেউ	দীপেন্দ্রনাথ বর্মন ও বিনয় প্রামাণিক
২।	টাঙনের কল্লোল	হরিপদ বিশ্বাস
৩।	টাঙন	বিনয় প্রামাণিক
৪।	ত্রিস্রোতা	শম্ভু সাহা
৫।	অর্ঘ্য	ষষ্ঠীচরণ সরকার ও অমরেশ হালদার
৬।	নূরজাহান	লিপি সরকার
৭।	মেঠো ধূলি	ফিরোজ সরকার মুন্না
৮।	মেঠো কবিতার কালপত্র	রাধেশ্যাম বর্মন
৯।	তরঙ্গ	রাজ্যেশ্বর বিশ্বাস
১০।	দীপশিখা	কনককান্তি পাল
১১।	কল্পতরু	রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডে
১২।	পিয়াসা, তোমাকে	ফিরোজ সরকার মুন্না
১৩।	প্রগতি	প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী
১৪।	সাহিত্য শরণি	রবীন্দ্রনাথ তরফদার
১৫।	সৃজনী (দেয়ালপত্রিকা)	শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়
১৬।	জবানী (দেয়ালপত্রিকা)	রাধেশ্যাম বর্মন
১৭।	নবারুণ (দেয়ালপত্রিকা)	অরুণ বালা
১৮।	অঙ্কুর	অরুণ বালা
১৯।	কোজাগরী	বিনয়কৃষ্ণ বোস
২০।	কোজাগরী সাহিত্য উৎসব	বিনয়কৃষ্ণ বোস
২১।	পাঞ্চজন্য	মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
২২।	উত্তরণ সাহিত্য	রফিকুল হক ও অনিমেষ দাস
২৩।	সাহিত্যসঙ্গ	জীবনকুমার সরকার
২৪।	ফজলি	নির্মলেন্দু শাখারু
২৫।	যাদুসোনা	বিষ্ণুপদ মণ্ডল ও মনোরঞ্জন কর্মকার

	সংবাদপত্র	সম্পাদক
১।	জিজ্ঞাসা	অতুলকুমার মণ্ডল
২।	সংবাদ কোজাগরী	বিনয়কৃষ্ণ বোস
৩।	উত্তরাপথ	গার্গী আগরওয়ালা
৪।	সীমান্ত	দীপেন্দ্রনাথ বর্মন
৫।	নতুনের ডায়েরি	সেরাজুল ইসলাম
৬।	নবযুগ উত্তরবাংলা	সেরাজুল ইসলাম
৭।	বারিন্দবার্তা	সেরাজুল ইসলাম
৮।	বরিন্দবার্তা	গৌতম দাস
৯।	গাজোলিকা	সেরাজুল ইসলাম ও গৌরাঙ্গদেব ভার্মা
১০।	বিশেষ বার্তা	সত্যনারায়ণদেব ভার্মা
১১।	সংবাদ দর্শন	সত্যনারায়ণদেব ভার্মা
১২।	অন্তরঙ্গ আলাপন	রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩।	মাঠে ময়দানে	সত্যেন সরকার

তথ্য সংগ্রহ এবং সাহিত্যপত্র-সংবাদপত্রগুলির কপি সংগ্রহে সহায়তা করেছেন:

১. প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী, প্রাক্তন শিক্ষক, আইহো, মালদহ
২. প্রবাল লালা, সাংস্কৃতিক কর্মী, মধ্যম কেন্দুয়া, বুলবুলচণ্ডী, মালদহ
৩. স্বদেশ বর্মন, সাংবাদিক, বেতপুকুর, গাজোল, মালদহ
৪. সত্যনারায়ণদেব ভার্মা, সাংবাদিক, গাজোল, মালদহ
৫. অরুণকান্তি বালা, শিক্ষক, নালাগোলা, মালদহ